গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.imli.gov.bd

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে এ অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.-র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন। 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব হাবিবুল্লা সিরাজী। এ আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি; ইউনেস্কো-র বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও ঢাকা অফিস প্রধান মিজ বিয়েট্রিস কালডুন (ভার্চুয়ালি) এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী।

এ অনুষ্ঠানে চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো, সাদরি ও বাংলা ভাষার শিশুরা তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নপূর্বক মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' প্রদান

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এবছর প্রথমবারের মতো 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' প্রদান করা হয়। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা ২০১৯' অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ, মাতৃভাষার চর্চাভিত্তিক প্রকাশিত মানসম্পন্ন গ্রন্থ, মাতৃভাষার গবেষণা, মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বহির্বিশ্বে মাতৃভাষা ও বিদেশি ভাষা প্রচার ও প্রসার, মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত মৌলিক গ্রন্থাবলি বিদেশি ভাষায় অনুবাদ, বিদেশি ভাষায় রচিত সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহের বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে দুটি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুটি, মোট ০৪ (চার)টি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রবর্তন করা হয়।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' লাভ করেছেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' পেয়েছেন Mr. Islaimov Gulom Mirzaevich, the Republic of Uzbekistan এবং The Activismo Lenguan (Language Activism), Bolivia.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১ গ্রহণ করছেন
জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১ গ্রহণ করছেন জাতীয় অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। মঞ্চে এসময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি., মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব হাবীবুল্লাহ সিরাজী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদকপ্রাপ্ত সকলকে অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার জন্য যারা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাদের অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এ দিবসের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তিনি UNESCO-কে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততার কথা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তও করা হয়, কিন্তু সত্যকে কেউ মুছে ফেলতে পারেনি।' অতঃপর তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ০৪ (চার) দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় মুক্তি সংগ্রামের পথকে অবারিত করার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, সকল আন্দোলন-সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি বলেন, 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে অবদানের জন্য এখন থেকে প্রতি দুবছর অন্তর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রদান করা হবে। এ উদ্যোগ মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশের গবেষণায় বিপুল উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগবে।'